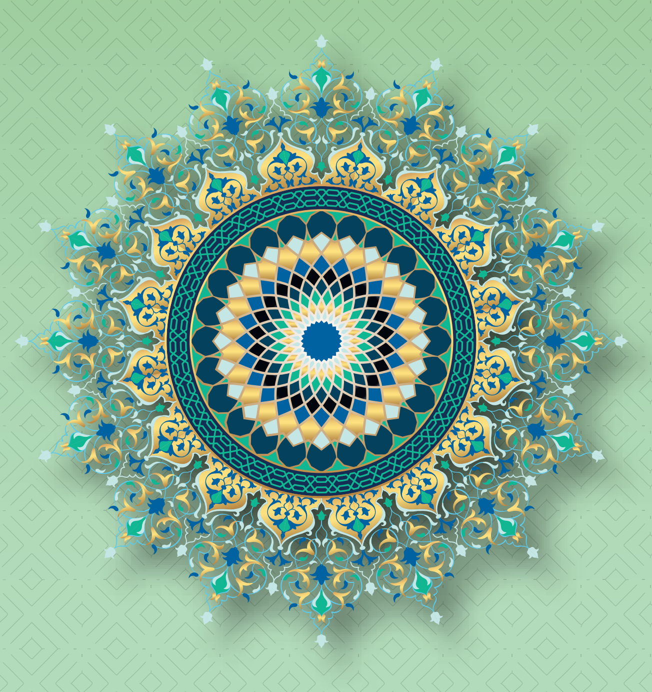
حُسْنُ الْبَيَانِ فِيْ سَجْدَةِ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالتَّعَبُّدِ فِيْ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ

وَيَلِيْهِ

تَقْبِيْلُ الْقَدَمَيْنِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعَيْنِ فِيْ شَرِيْعَةِ نَبِيِّ الثَّقَلَيْنِ

তাজিমি সিজদা ও কদমবুসি



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

حُسْنُ الْبَيَانِ فِيْ سَجْدَةِ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّعَبُّدِ فِيْ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ

وَيَلِيْهِ

تَقْبِيْلُ الْقَدَمَيْنِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعَيْنِ فِيْ شَرِيْعَةِ نَبِيِّ الثَّقَلَيْنِ

তাজিমি সিজদা

ও



কদমবুসি

মূল আরবি:

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

অনুবাদ:

আব্দুল্লাহ যোবায়ের



তাজিমি সিজদা ও কদমবুসি

মূল আরবিঃ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ যোবায়ের
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
স.ম. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা: ০৫
প্রকাশকালঃ শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১
প্রকাশনায়ঃ সওতুল মদীনা, ঢাকা
+৮৮০১৬৭৬৬৭৩৯৪৬, jobairabdullahbayan@gmail.com
saotulmadina.com

প্রচ্ছদ: মোঃ ওবাইদুল হক, ০১৭১৭ ২৫৪ ২৫৪

মূল্য : ৬০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com wafilife.com

প্রাপ্তিস্থানঃ
ঢাকাঃ বায়তুল মুকাররাম, মুজাদ্দেদিয়া লাইব্রেরী
মুহাম্মদ তামিম হোসাইন, বায়তুল মোকাররম, বায়তুন জুয়েলার্স, ২য় তলা,
মোবাইল: +8801940988788
দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা ছালেহিয়া লাইব্রেরী
+8801733965450
সিলেটঃ
১| নোমানিয়া লাইব্রেরী- কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
২| লতিফিয়া লাইব্রেরী- কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।
৩| কোরআন মহল- কুদরত উল্লাহ মার্কেট (২য় তলা), সিলেট।
৪| বই বিলাস- রাজা ম্যানশন জিন্দাবাজার (২য় তলা), সিলেট।
৫| সাইমুন লাইব্রেরী- সোবহানীঘাট, সিলেট।
৬| রাহবার লাইব্রেরী- সোবহানীঘাট, সিলেট।
চট্টগ্রামঃ রেজায়ে মোস্তফা লাইব্রেরি, আন্দরকিল্লা
আলহাজ্ব কাজী সাদিকুল ইসলাম জামালিয়া দরবার শরীফ হালিশহর
+8801812381305
ঝিনাইদহঃ নাজমুস সাদাত, মোবাইলঃ +8801777291809

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৫

তাজিমি সিজদা

আল কুরআনের আয়াত থেকে হারাম হবার প্রমাণ ০৭
হাদিস শরিফ থেকে হারাম হবার প্রমাণ ০৮
-মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ০৮
-আম্মাজান আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস ১০
-আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১১
-কায়েস বিন সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১২
-বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস ১২
-জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্পষ্ট জবাব ১৩
-ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১৪
-সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১৪
-ইসমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১৪
-গাইলান ইবনে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস ১৫
ইমাম যাহাবির বক্তব্য ১৬
ইমাম নববির দু'টি বক্তব্য ১৬
ইমাম ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ১৮
ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ২০
শামসুল আইম্মা সারাখসি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ২০
ইমাম যায়লাঈ হানাফি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ২০
হাদিসে খুজাইমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ২১
ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা ২২

কদমবুসি

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কদমবুসি ২২
দুজন ইহুদীর কদমবুসি করার সহিহ হাদিস ২২
ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কদমবুসি ২৬
ওয়াফদে আব্দুল কায়েস এর কদমবুসি ২৭
আমির ইবনে তুফাইল এর কদমবুসি করার হাদিস ২৯
আবূ বাজ্জাহর কদমবুসি করার হাদিস ৩০
কাব ইবনে মালিকের কদমবুসি করার হাদিস ৩১
জনৈক বেদুঈনের কদমবুসি করার হাদিস ৩১
আদ্দাস নিনবির কদমবুসি করার হাদিস ৩৩
জনৈক মহিলার কদমবুসি করার হাদিস ৩৬
ইবনুল মুলাক্কিন রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ৩৮
ইবন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত ৩৯
হযরত আলী কর্তৃক আব্বাস (رضي الله عنهما)কে কদমবুসি ৪২
বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ৪৩
হাদিসঃ মায়ের কদমবুসি যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুম্বন ৪৩
ইমাম সুফয়ান এবং ইমাম ইবনে ইয়াদ্বের কদমবুসি ৪৪
মায়ের কদমবুসির হাদিস ৪৪
ইমাম ইবন আবিদিন শামি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ৪৫
আপনার দু’পায়ে আমাকে চুমু দিতে দিন ৪৫
ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য ৪৬
ছাত্রের কর্তব্য ৪৬
পরিশিষ্টঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল ৪৭

ভূমিকা

সিজদায়ে তাজিমি মুস্তাহাব,
কদমবুসি ওয়াজিব,
মুসাফাহা বেয়াদবি?

হ্যাঁ। ক্ষেত্র বিশেষে তাই। অথচ শরীয়তে তাজিমি সিজদা হারাম, গায়রুল্লাহ'র উদ্দেশ্যে ইবাদতের সিজদা শিরক, কদমবুসি জায়েজ, মুসাফাহা সুন্নাত।

সিজদায়ে তাজিমি নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি বক্তব্য শুনেছি। নামের শেষে ক্বাদিরী, ভাবসাব সুন্নিয়তের পাক্কা ঠিকাদার, কেউ কেউ আবার হানাফি দাবীদার, আর বয়ান হল যারা সিজদায়ে তাজিমি মানে না, তারা ইবলিসের দল, সিজদায়ে তাজিমি মুস্তাহাব ইত্যাদি। কারো কারো নামের শুরুতে সৈয়দ আছে অথচ সিজদায়ে তাজিমির ব্যাপারে সাইয়িদুস সাদাত, রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামার প্রমাণিত হাদিস মানতে নারাজ।

কদমবুসি না করলে বেয়াদব আবার মুসাফাহা করতে চাইলেও বেয়াদব। এটার নাম কারো কারো কাছে আবার সুন্নিয়ত। আরেক পক্ষ আছেন, নামের শেষে কারো কারো মাদানী, কারো কারো সালাফী, কারো কারো আবার নামের শেষে থাক বা না থাক দাবিতে হানাফী, আর বয়ান কদমবুসি শিরক, কদমবুসি জায়েজের পক্ষে জয়িফ হাদিসও নাই।

প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। ১৯৯৭ সাল। আল্লামা ফুলতলি রাহিমাহুল্লাহ নিউইয়র্ক সফর করে গেছেন। ঐ সময়ের ঘটনা। জনৈক ভদ্রলোক বাংলা রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের আল্লামা, ইন্ডিয়ার কোন এক বুজুর্গের মুরীদ দাবিদার, আমাকে শুনিয়ে

শুনিয়েই বললেন, 'কদমবুসি জায়েজের পক্ষে জয়ীফ হাদিসও নাই, এই কথা বর্তমান বিশ্বের সব থেকে বিজ্ঞ আলেম বলেছেন'। বয়সে আমার মুরব্বী, কিছু বললাম না। গোস্বাটা উনার বেড়েই গেল মনে হল। পরদিন আবার দেখা হল। এই সময় উনার হাতে বাংলা রিয়াদুস সালিহীন কিতাবখানা ছিল না, আমাকে বললেন, ইমাম সাহেব! কদমবুসি জায়েজের কোন দলীল আছে? আমি খুব সহজ সরল উত্তর দিলাম, 'আছে'। উনার গলার স্বরটা কিছু উঁচু হল। বললেন, 'কোথায় আছে?' বললাম, 'আপনার ঘরে।' 'আমার ঘরে?' – অবাক স্বরে উনি বললেন। বললাম, 'জ্বি। আপনার ঘরে। আবার একটু উঁচু স্বরে বললেন, 'আমার ঘরে কোথায়?' বললাম, 'আপনার বাংলা রিয়াদুস সালিহীন কিতাবের অমুক খণ্ড, অমুক অধ্যায়ে অমুক পৃষ্ঠায়। মুরব্বী খামোশ হয়ে চলে গেলেন। পরদিন আবার দেখা, হাতে বাংলা রিয়াদুস সালিহীন। মুচকি হেসে বললেন 'পেয়েছি'।

''তাজিমি সিজদা ও কদমবুসি'' আমার লেখা দুটি আরবী রিসালাহ'র বাংলা অনুবাদ। হুসনুল বায়ান ফী সাজদাতিত তাহিয়্যাতি ওয়াত তাজীমি ওয়াত তাআব্বুদি ফিস সুন্নাতি ওয়াল ক্বুরআন'' এবং ''তাকবীলুল ক্বাদামাইন লি আহলিল ফাদ্বলি ওয়াল আইন ফী শরীআ'তি নাবিয়্যিস সাক্বালাইন''।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউ ইয়র্ক

حُسْنُ الْبَيَانِ فِيْ سَجْدَةِ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّعَبُّدِ فِيْ السُّنَّةِ وَالقُرْآنِ

الحَمْدُ للهِ بِنِعْمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَبِفَضْلِه تَتَنَزَّلُ الخَيْرَاتُ وَالبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيْقِه تَتَحَقَّقُ المَقَاصِدُ وَالغَايَاتُ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى حَبِيْبِه سَيِّدِ الكَائِنَاتِ ، وَآلِه وَصَحْبِه أَهْلِ الفَضْلِ وَالعِنَايَاتِ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَئِمَّتِنَا وَمَشَائِخِنَا مَصَابِيْحِ العِلْمِ وَالهِدَايَاتِ. وَأَشْهَدُ أنْ لَّا إلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه ، أُوْصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾[1]

إِخْوَةَ الإِيْمَانِ! سَجْدَةُ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ وَالتَّعَبُّدِ فِيْ السُّنَّةِ وَالقُرْآنِ:

أَقُوْلُ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقِ : سَجْدَةُ التَّحِيَّةِ وَالتَّعْظِيْمِ حَرَامٌ ، وَسَجْدَةُ التَّعَبُّدِ شِرْكٌ فِيْ شَرِيْعَةِ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذلِكَ فَقَدْ خَالَفَ الْمَبْعُوْثَ إلى الْأَنَامِ.

সিজদায়ে তাহিয়্যাহ বা সম্ভাষণমূলক সিজদা এবং তাজিমি সিজদা বা শ্রদ্ধাপ্রদর্শনমূলক সিজদা হারাম। এছাড়া তাআব্বুদি বা ইবাদতমূলক সিজদা শিরক। এর বিপরীত কথা যারা বলে, তারা আসলে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই বিরোধিতা করে।

এ বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি নিচে উপস্থাপন করছি।

আল কুরআনের আয়াত থেকে হারাম হবার প্রমাণ

আয়াতে কুরআন:

﴿أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! نُسَلِّمُ عَلَيْكَ كَمَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلى بَعْضٍ، أفَلَا نَسْجُدُ لَكَ، قَالَ: لَا، وَلكِنْ أَكْرِمُوْا نَبِيَّكُمْ، وَاعْرِفُوْا الْحَقَّ لِأَهْلِه، فَإِنَّه لَا يَنْبَغِيْ أنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

---

[1] آل عمران 102

ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [2]

হাসান আল বাসরি বলেন, আমি জেনেছি যে, একবার এক লোক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা একে অপরকে যেভাবে সালাম দেই, আপনাকেও সেভাবে সালাম দিচ্ছি। আপনাকে আমরা সিজদা করি?' তিনি বললেন, 'না। তবে তোমাদের নবিকে তোমরা সম্মান করো, তাঁর পরিবারের অধিকারকে স্বীকৃতি দাও। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য তো সিজদা করা উচিত নয়। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন,

'কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও'-এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।''[3]

হাদিস শরিফ থেকে হারাম হবার প্রমাণ

মুয়াজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

رَوَى ابْنُ مَاجَه لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُّ فِيْ نَفْسِيْ أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ

---

[2]. ইমাম সুয়ুতি, লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযুল, পৃ. ৫৯; ওয়াহেদি (মৃ. ৪৬৮ হি.), আসবাবু নুযুলিল কুরআন, পৃ. ১১৬; সুয়ুতি, আদ দুররুল মানসুর, আলে ইমরানের ৮০ নং আয়াতের তাফসির।

[3] সুরা আলে ইমরান ৩:৭৯

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ[4] صَحِيْحٌ[5]

ইমাম ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, মুআয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সিজদা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মু'আয! এটা কী?' তিনি বললেন, 'আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পেলাম, সেখানকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সিজদা করে। তাই আমারও মনে ইচ্ছা হলো আপনার সামনেও তাই করবো।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা এটা করো না। কারণ আমি যদি কাউকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর প্রাপ্য অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। স্ত্রী হাওদার মধ্যে থাকা অবস্থায়ও যদি স্বামী তার সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চায়, স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করবে না।' (সহিহ)

وَعَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ وَرَأَى النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَلِرُهْبَانِهِمْ

---

[4] سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، حديث 1853

[5] مجمع الزوائد 7649 وقال: رَوَاهُ بِتَمَامِهِ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ أَحْمَدَ

-7651 وقال: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ وَأَحَدُ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمِينِ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَجَمَاعَةٌ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَجَمَاعَةٌ

وَفُقَهَائِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَجَدَ لَهُ فَقَالَ " :مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " قَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ يَسْجُدُونَ لِعُلَمَائِهَا وَأَحْبَارِهَا وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيْسِيْهَا وَفُقَهَائِهَا وَرُهْبَانِهَا فَقُلْتُ :مَا هَذَا؟ قَالُوا :هَذِهِ تَحِيَّةُ الْأَنْبِيَاءِ .قَالَ " : كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا [6]

সুহায়ব বলেন, 'মুয়ায ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় গিয়ে দেখলেন, ইহুদিরা তাদের আলেম আর যাজকদের এবং খ্রিস্টানরা তাদের বিশপ, পাদ্রী ধর্মীয় আইনজ্ঞদের সিজদা করছে। এরপর মুয়ায যখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন, তাঁকে সিজদা করলেন। তিনি বললেন, 'মুয়ায। এটা কী?' মুয়ায বললেন, 'সিরিয়ায় গিয়ে দেখলাম ইহুদিরা তাদের আলেম আর যাজকদের এবং খ্রিস্টানরা তাদের বিশপ, ধর্মীয় আইনজ্ঞ আর পাদ্রীদের সিজদা করছে।তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী?' তারা বলল, 'এটা নবীদের সম্ভাষণের রীতি।' মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এরা যেমন তাদের নবিদের কিতাবগুলোকে বিকৃত করেছে, একইভাবে তাদের নামে মিথ্যাচারও করছে। কাউকে যদি আমি সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।'

আম্মাজান আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস

رَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ

---

[6] مجمع الزوائد 7650 وقال: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ[7] حَسَنٌ ، الشَّطْرُ الأَوَّلُ مِنْهُ صَحِيْحٌ[8]

'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যদি কাউকে অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দিলে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হতো। (হাসান। হাদিসের প্রথমাংশ সহিহ।)

আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

رَوَى التِّرمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا[9] حَسَنٌ صَحِيْحٌ[10]

ইমাম তিরমিযি উল্লেখ করেছেন, আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আমি যদি কারো প্রতি সিজদা করতে কাউকে নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই স্বামীকে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম। (হাসান, সহিহ)

---

[7] سنن ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، حديث 1852 وقال الألباني الشطر الأول منه صحيح

[8] مجمع الزوائد 7654 وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَقَدْ ضَعُفَ

[9] سنن الترمذي 1159 أبواب الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة وقال: وَفِي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ» :.حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
- صحيح ابن حبان / كتاب النكاح / ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته / حديث 4150

[10] قال أحمد شاكر: حسن صحيح . وقال الألباني: حسن صحيح

কায়েস বিন সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

رَوَى أَبُوْ دَاودَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ، قَالَ :فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ :إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ، قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ[11] صَحِيْحٌ

কায়স ইবন সা'দ ﷠ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি হিরা শহরে এসে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদা করতে দেখি। আমি (মনে মনে) বলি, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই তো সিজদার অধিক হকদার। এরপর আমি মহানবি ﷺ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলি, 'আমি হিরাতে গমন করে সেখানকার লোকদেরকে মারযুবানকে সিজদা করতে দেখেছি। আর হে আল্লাহ্‌র রাসুল! আপনিতো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেন,'আমার [ইন্তিকালের পর] তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও, তখন কী আমাকে সিজদা করবে' আমি বললাম, 'না।' তিনি বলেন,'তোমরা সেটা করবে না। কাউকে যদি সিজদা করতে বলতাম, তাহলে আমি নারীদের বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা নারীদের উপর স্বামীদের জন্য অনেক অধিকার রেখেছেন।[12]

বুরাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হাদিস

رَوَى الحَاكِمُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَزْدَادُ بِهِ يَقِينًا .قَالَ :فَقَالَ : ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ . فَدَعَا بِهَا فَجَاءَتْ

---

[11] سنن أبي داود ، 2140 وقال الألباني صحيح دون جملة القبر

[12] সহিহ। তবে কবর সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে।

حَتَّى سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ لَهَا :ارْجِعِي، فَرَجَعَتْ، قَالَ :ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا[13] صَحِيْحٌ

ইমাম হাকিম বুরাইদা রা. থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন,যাতে আমার ইয়াকিন বাড়াতে পারবো।’ তিনি বললেন,‘তুমি ঐ গাছটিকে ডাকো।’ এরপর তিনি গাছটিকে ডাকলেন। গাছটি এসে মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলো। এরপর তিনি ‘ফিরে যাও’ বলতেই গাছটা আবার ফিরে গেলো। তখন তিনি ঐ লোকটিকে অনুমতি দিলে সে তাঁর দু’পা আর মাথায় চুমু খেলো। তিনি বললেন, ‘কাউকে যদি আমি আদেশ করতাম অন্য আরেকজনকে সিজদা করার জন্য, তাহলে একজন নারীকে বলতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।’ সহিহ।

জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্পষ্ট জবাব

رَوَى ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالحَاكِمُ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ النَّجَّاشِيِّ عَنْ أَبِيْ مُوْسى: فَقَالَ جَعْفَرٌ :لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ , فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ قَالَ , مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْجُدَ؟ قَالَ :لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ[14] صَحِيحٌ

ইবন আবি শায়বা, আবদ ইবন হুমায়দ, হাকিম প্রমুখ আবু মুসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ করার কথা বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদিসে জাফর বলেছিলেন, ‘আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।’ আবু মুসা বলেন, আমরা যখন

---

[13] المستدرك على الصحيحين 7326 وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

[14] مصنف ابن أبي شيبة 36640

-المستدرك على الصحيحين 3208 وقال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

-مسند عبد بن حميد المتوفى: 249هـ، حديث 550

নাজ্জাশির কাছে গেলাম, তিনি বললেন, 'তুমি সিজদা করছো না কেন?' তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করি না।' সহিহ।

ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا [15]

ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কাউকে আমি অন্য আরেক জনকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীদেরকে তাদের স্বামীদের করার জন্য আদেশ করতাম।'

সুরাকা ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا [16]

সুরাকা ইবন মালিক বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কাউকে আমি অন্য আরেক জনকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে একজন নারীকে তার স্বামীকে করার জন্য আদেশ করতাম।'

ইসমাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

وَعَنْ عِصْمَةَ قَالَ :شَرَدَ عَلَيْنَا بَعِيرٌ لِيَتِيمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى أَخْذِهِ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَامَ مَعَنَا حَتَّى جَاءَ الْحَائِطَ الَّذِي فِيهِ الْبَعِيرُ فَلَمَّا رَأَى الْبَعِيرُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ

---

[15] مجمع الزوائد 7652 وقال: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ الْحَكَمُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاغُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

[16] المعجم الكبير 6590 باب السين علي بن رباح عن سراقة بن مالك ج 7 ص 129
-مجمع الزوائد 7653 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ أَعْرِفْهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ، قلتُ: ليس فيه من اسمه وهب بن علي ، فيه وهب بن جرير

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْبَلَ حَتَّى سَجَدَ لَهُ فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَسْجُدَ لَكَ كَمَا يُسْجَدُ لِلْمُلُوكِ؟ قَالَ " :لَيْسَ ذَاكَ فِي أُمَّتِي لَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ[17]

ইসমাহ বলেন, ‘একদিন এক ইয়াতিম আনসার বালকের উট পালিয়ে গেলো। আমরা কেউই আর সেটাকে ধরতে পারলাম না। তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জানালাম। তিনি উঠে এসে আমাদের সাথে উটটি যেখানে ছিল, সেই দেয়ালের কাছে আসলেন। উটটা তাঁকে দেখে নিজেই এগিয়ে আসলো, তাঁকে সিজদা করলো। আমরা বললাম, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ। রাজা-বাদশাদের যেভাবে সিজদা করা হয়, আপনাকেও যদি সেভাবে সিজদা করার অনুমতি দিতেন আমাদের। তিনি বললেন, ‘এমন সিজদা আমার উম্মতের মধ্যে নেই। যদি আমি অনুমতি দিতামই, তাহলে নারীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করতে অনুমতি দিতাম।’

গাইলান ইবনে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস

وَعَنْ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَفَرٍ فَقَالَ " :لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا [18]

গাইলান ইবন সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,‘একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। তিনি বললেন, ‘কাউকে যদি সিজদা করার আদেশ

---

[17] مجمع الزوائد 7655 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ

[18]المعجم الكبير 660 ج 18 ص 263

- مجمع الزوائد 7656 وقال: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَقَدْ وَثَّقَهُ صَالِحُ جَزَرَةُ، وَغَيْرُهُ

করতাম, তাহলে একজন নারীকে বলতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।’

ইমাম যাহাবির বক্তব্য

ইমাম যাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَلا تَرَى الصَّحَابَةَ فِي فَرْطِ حُبِّهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالُوا :أَلا نَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ :لَا، فَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ لَسَجَدُوا لَهُ سَجُودَ إِجْلالٍ وَتَوْقِيرٍ، لا سُجُودَ الْمُسْلِمِ لِقَبْرِ النَّبِيِّ ﷺعَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّبْجِيلِ لا يُكَفَّرُ بِهِ أَصْلا، بَلْ يَكُونُ عَاصِيًا فَلْيَعْرِفْ أَنَّ هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ إِلَى الْقَبْرِ[19]

‘দেখুন, মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রাবল্যে সাহাবাগণ বলে ফেলেছেন, ‘আপনাকে আমরা সিজদা করি?’ তিনি ‘না’ বলে দিয়েছেন। যদি তাঁদেরকে তিনি অনুমতি দিতেন, তাঁরা অবশ্যই সিজদা করতেন। তবে সেই সিজদা হতো সম্মানসূচক, মর্যাদাসূচক; ইবাদতের সিজদা হতো না। (যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন।) কোন মুসলিম যদি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরে সিজদা করে, তবে তার ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ তাকে কাফির হিসেবে নয়, বরং অবাধ্য হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে জেনে রাখা উচিত, এটা এবং কবরের দিকে সালাত আদায় উভয়ই নিষিদ্ধ। [20]

ইমাম নববির দু’টি বক্তব্য

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ مِنَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشَايِخِ بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعًا بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ كَانَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَسَوَاءٌ قَصَدَ السُّجُودَ لِلَّهِ

---

[19] معجم الشيوخ الكبير للذهبي ج 1 ص 73 ، 74

[20] কবর যদি কভার করে রাখা হয় আর কবর যদি কারো কিবলার দিকে হয় এমন কবরের পিছনে কিবলামুখী হয়ে হয়ে সালাত আদায় করা দোষনীয় নয়। যেমন মসজিদে নববীতে।

تَعَالَى أَوْ غَفَلَ وَفِي بَعْضِ صُوَرِهِ مَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ أَوْ يُقَارِبُهُ، عَافَانَا اللَّهُ الْكَرِيمُ[21]

'শায়খদের সামনে অনেক জাহেল যে সিজদা করে, সেটা সর্বাবস্থায় নিশ্চিতভাবে হারাম- তা সেটা কিবলামুখী হয়ে হোক আর অন্যদিকে হোক, তাতে আল্লাহর উদ্দেশ্য করুক বা সে বিষয়ে উদাসীন থাকুক। কোনো কোনো ভাবে এই সিজদা আবশ্যিকভাবে কুফর অথবা কুফরের নিকটবর্তী। মহান আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।'

তিনি আরও বলেছেন,

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْفُقَرَاءِ وَشِبْهُهُمْ مِنْ سُجُودِهِمْ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشَايِخِ وَرُبَّمَا كَانُوا مُحْدِثِينَ فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَ مُتَطَهِّرًا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ أَمْ لَا ، وَقَدْ يَتَخَيَّلُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ تَوَاضُعٌ وَكَسْرٌ لِلنَّفْسِ ، وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَغَبَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ تُكْسَرُ النُّفُوسُ أَوْ تَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا حَرَّمَهُ ، وَرُبَّمَا اغْتَرَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَه سُجَّدًا ﴾، وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ أَوْ مُتَأَوَّلَةٌ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْعُلَمَاءِ وَسُئِلَ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا السُّجُودِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَظَائِمِ الذُّنُوبِ وَنَخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا[22]

'সাধারণ ফকির ও অনুরূপ অন্যান্যরা (সম্ভবত তারা বিদাতি) তাদের শায়খের সামনে যে সিজদা দেয়, মুসলিমদের ইজমা অনুসারে তা হারাম। সিজদার সময় ব্যক্তি ওজু অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক, কিবলার দিকে ফিরুক বা না ফিরুক- হুকম একই। তাদের অনেকেই মনে করে এমন সিজদায় বিনম্রতা আর নফসকে দমন করা বিদ্যমান। এমন ধারনা অত্যন্ত কুতসিৎ এক

---

[21] المجموع شرح المهذب، الجزء الرابع باب صلاة التطوع باب سجود التلاوة ، ج 4 ص 69

[22] المجموع شرح المهذب، الجزء الثاني باب الاحداث التى تنقض الوضوء ص 67

ভ্রান্তি, পরিষ্কার নির্বুদ্ধিতা। যে জিনিস আল্লাহ হারাম করেছেন, সেই জিনিস দিয়ে আপনি কীভাবে নফসকে দমন করবেন আর কীভাবেই বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবেন? তাদের কেউ কেউ আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর [অর্থ না বুঝে] বিভ্রান্ত হতে পারে:

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾

'এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। ' (সূরা ইউসুফ: ১০০)

এই আয়াতটা মানসুখ অথবা তাবিলযোগ্য, যা আলিমদের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়েছে। আমরা যে সিজদার কথা বললাম, সে সম্পর্কে শায়খ আবু আমর ইবনুস সালাহ রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাব দিয়েছিলেন: এটা মারাত্মক গুনাহ তো বটেই, আমাদের আশঙ্কা এটা কুফরও হতে পারে।'

ইমাম ইবন কাসির রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَقَدْ كَانَ هَذَا سَائِغًا فِي شَرَائِعِهِمْ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى الْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ، وَلَمْ يَزَلْ هَذَا جَائِزًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى شَرِيعَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَحُرِّمَ هَذَا فِي هَذِهِ الْمِلَّةِ، وَجُعِلَ السُّجُودُ مُخْتَصًّا بِجَنَابِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هَذَا مَضْمُونُ قَوْلِ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، فَلَمَّا رَجَعَ سَجَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا .وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ :أَنَّ سَلْمَانَ لَقِيَ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَكَانَ

سَلْمَانُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، فَسَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانُ، وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ [23]

‘এভাবে সিজদা করা তাদের শরিয়াতে যথাযথ ছিল। তারা কোনো বুযুর্গকে যখন সালাম করতো, এভাবে সিজদা দিতো। এটা আসলে আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের শরিয়াত পর্যন্ত জায়েয ছিল। এরপর এই উম্মতের জন্য হারাম করে সিজদাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস করে দেয়া হয়েছে। কাতাদা এবং অন্যান্যদের বক্তব্যের এটাই হলো সারকথা। একটি হাদিসে এসেছে, মুয়ায রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ায় গিয়ে সিরিয়াবাসীদের দেখেছিলেন তাদের বিশপদের সিজদা করতে। তিনি এরপর ফিরে আসার পর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করলেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘এটা কী মুয়ায?’ তিনি বললেন, ‘আমি ওদেরকে দেখেছি ওদের বিশপকে সিজদা দিতে। সিজদা পাবার বেশি হকদার তো আপনিই ইয়া রাসুলাল্লাহ!’ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘কাউকে যদি আমি [আল্লাহ ছাড়া] অন্যকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্বামীর বিরাট অধিকারের জন্য নারীকে আদেশ করতাম তাকে সিজদা করতে।’

আরেকটি হাদিসে এসেছে, ‘একবার সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করলেন। সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখনও নওমুসলিম। তিনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা করে ফেললেন। তিনি তখন বললেন,

---

[23] تفسير ابن كثير سورة يوسف " ورفع أبويه على العرش "

'সালমান! আমাকে সিজদা দিও না। যিনি চিরঞ্জীব, যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না, তাঁকে সিজদা দাও।'

ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত

ইমাম বাগাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَكَانَ ذٰلِكَ جَائِزًا فِيْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ فَنُسِخَ فِيْ هٰذِهِ الشَّرِيْعَةِ[24]

'[এভাবে সিজদা দেয়া] আগের উম্মতগুলোতে জায়েয ছিল। এই শরিয়াতে তা রহিত করা হয়েছে।'

শামসুল আইম্মা সারাখসি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত

ইমাম সারাখসী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرٌ[25]

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে তাজিম বা সম্মান জানানোর উদ্দেশে সিজদা করা কুফর।'

ইমাম যায়লাঈ হানাফি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

ইমাম যায়লাঈ হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ فَحَرَامٌ وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ آثِمَانِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ، وَذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيْدُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِهَذَا السُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ التَّحِيَّةَ، وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ – السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كُفْرٌ[26]

'আলিমদের সামনে তারা যে যমিনবুসি (মাটিতে চুমু দেয়া) করে, তা হারাম। যে করে আর যে এতে অনুমোদন দেয়- উভয়ই পাপী। কারণ এটার সাথে মূর্তিপূজার সাদৃশ্য আছে। ইমাম সাদরুশ শহিদের মতে,এ ধরনের সিজদার জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভাষণ জানানো। শামসুল আইম্মা

---

[24] تفسير البغوي سورة يوسف آية 100

[25] المبسوط للسرخسي ج 24 ص 130 كتاب الإكراه باب ما يخطر على بال المكره من غير ما أكره عليه.

[26] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، كتاب الكراهية فصل في الاستبراء وغيره ج 6 ص 25

সারাখসি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে তাজিম বা সম্মান জানানোর উদ্দেশে সিজদা করা কুফর।'

হাদীসে খুযাইমা

وَأَمَّا حَدِيْثُ خُزَيْمَةَ الَّذِيْ يَسْتَدِلُّ بِه المُبْطِلُوْنَ فَلَيْسَ فِيْهِ السُّجُوْدُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، بَلْ فِيْهِ السَجْدَةُ للهِ عَلى جَبْهَةِ رَسُوْلِ الله ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ، "أَنَّ خُزَيْمَةَ رَأَى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ، أَنَّهُ سَجَدَ عَلى جَبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَقَالَ :صَدِّقْ رُؤْيَاكَ." فَسَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ[27] حَسَنٌ صَحِيْحٌ

বাতিলপন্থীরা খুযাইমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস দিয়ে দলিল দেয়। আসলে সেখানে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সিজদা দেয়া হয়নি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে যে সিজদা দেয়া হয়েছিল, তা ছিল আল্লাহর উদ্দেশেই।

ইবন খুযাইমা ইবন সাবিত তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার খুযায়মা ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যা দেখে (স্বপ্ন) দেখলেন। তিনি দেখলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে তিনি সিজদা দিচ্ছেন। একথা পরে তিনি তাঁকে জানালেন। তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য শুয়ে পড়লেন এবং বললেন, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে নাও। এরপর খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কপালে সিজদা করলেন।' হাদিসটি হাসান সহিহ।

---

[27] شرح السنة للبغوي 3285 قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على شرح السنة للبغوي: إسناده حسن ، إسناده صحيح

ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা

وَأَمَّا سُجُوْدُ المَلَائِكَةِ لِآدَمَ فَكَانَ مَنْسُوْخًا ، وَالرَّسُوْلُ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَعْلَمَ مِنَّا بِشَرِيْعَةِ الإِسْلَامِ.

আদম আলাইহিস সালামেকে ফেরেশতারা যে সিজদা দিয়েছিলেন, সেটা এখন রহিত। শরিয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই আমাদের চেয়ে বেশি জানেন।

تَقْبِيْلُ الْقَدَمَيْنِ لأَهْلِ الفَضْلِ وَالعَيْنِ فِيْ شَرِيْعَةِ نَبِيِّ الثَّقَلَيْنِ

কদমবুসি

কদমবুসি অর্থ পায়ে চুমু দেয়া। আরবি কদম অর্থ পা এবং ফারসি ক্রিয়ামূল বুসিদান অর্থ চুমু দেয়া। কদমবুসি নিয়ে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছেন। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে সমস্ত হাদিসকে অস্বীকার করেন। প্রকৃত অর্থে কদমবুসি ইসলামসম্মত একটি বিষয়। সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কদমবুসি করেছেন। তাই এটি জায়েয। আমরা সহিহ হাদিস থেকে এ বিষয়ের প্রমাণাদি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। সনদের দিক থেকে কিছু দূর্বল হাদিসও থাকতে পারে, তবে এই বিষয়ে সহিহ হাদিস আছে বিধায় দূর্বল সনদের হাদিসগুলিও গ্রহণযোগ্য।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুজন ইহুদীর কদমবুসি করার সহিহ হাদিস

ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাঊদ তায়ালিসী, নাসাঈ, তাহাবী, হাকিম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :اذْهَبْ بِّنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ، فَقَالَ :لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾[28] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، - شَكَّ شُعْبَةُ -، وَعَلَيْكُمْ الْيَهُودَ خَاصَّةً أَلَّا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ ، فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا؟ قَالَا :إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ، أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ[29]

---

[28] سورة بني إسرائيل 101

[29] سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 2733 ، أبواب تفسير القرآن، سورة بني إسرائيل 3144

-سنن ابن ماجه 3705

-السنن الكبرى للنسائي 8602

-مسند أبي داود الطيالسي 1260

-شرح مشكل الآثار للطحاوي 64

1. تفسير جامع البيان في تفسير القرآن / الطبري 310 هـ
2. تفسير بحر العلوم / السمرقندي 375 هـ
3. تفسير الكشف والبيان / الثعلبي 427 هـ
4. تفسير النكت والعيون / الماوردي 450 هـ
5. تفسير مفاتيح الغيب / الرازي 606 هـ
6. تفسير الجامع لأحكام القرآن / القرطبي 671 هـ
7. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل / البيضاوي 685 هـ
8. تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري 728 هـ
9. تفسير القرآن الكريم / ابن كثير 774 هـ
10. تفسير الدر المنثور / السيوطي 911 هـ
11. تفسير إرشاد العقل السليم / أبو السعود 951هـ
12. تفسير فتح القدير / الشوكاني 1250 هـ

একবার একজন ইহুদী তার এক সঙ্গিকে বলল, ‘চলো। আমরা এই নবীর নিকট যাই।’ তার বন্ধু বলল,‘নবী বলো না,তিনি যদি শুনে ফেলেন, তাহলে খুশীতে তার চার চোখ হয়ে যাবে। এরপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আল্লাহ তায়ালার বাণী: ‘আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম’- সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, চুরি করো না, যেনা করো না, আল্লাহ যেসব প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সঙ্গত কারণ ছাড়া সেগুলো হত্যা করো না, হত্যার উদ্দেশ্যে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে বিচারালয়ে নিয়ে যেও না, যাদু করো না, সুদ খেয়ো না, সতী-সাধ্বী মহিলাকে যেনার অপবাদ দিও না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না (শুবার সন্দেহ) এবং বিশেষ করে তোমরা ইয়াহুদীগণ শনিবারের সীমা লংঘন করো না।’ রাবী বলেন,এরপর তারা তার হাতে-পায়ে চুমু দিয়ে বলল,‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নবী।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কিসের?’ তারা বলল,দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন, তাঁর বংশধরদের মধ্যে যেন সবসময় নবি আসতে থাকেন। আমাদের আশঙ্কা, আমরা মুসলমান হলে ইয়াহুদীগণ আমাদের মেরে ফেলবে।’

তিরিমিযি বলেন, هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ[30] এই হাদিসটি হাসান সহিহ।

[30] سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في قبلة اليد والرجل 2733 ، أبواب تفسير القرآن، سورة بني إسرائيل 3144
-سنن ابن ماجه 3705
-السنن الكبرى للنسائي 8602

হাকিম বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[31] 'এই হাদিসটি সহিহ। আমরা এর কোন দোষত্রুটি জানি না। সহিহাইনে এটা উল্লেখ করা হয়নি।'

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُه بِأسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ[32] 'তিরমিযি ও অন্যান্যরা এটাকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও বলেছেন, رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ[33] 'তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ এটাকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।'

ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ[34] 'তিরমিযি, নাসাঈ ও ইবন মাজাহ এটাকে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।'

ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ[35] 'সুনান সংকলকগণ এটাকে শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবন উসাইমিন বলেন, رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُه بِأسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ[36] তিরমিযি ও অন্যান্যরা এটাকে শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবন উসাইমিন আরও বলেছেন,

-مسند أبي داود الطيالسي 1260
-شرح مشكل الآثار للطحاوي 64
[31] المستدرك للحاكم ، كتاب الإيمان 20
[32] رياض الصالحين 889
[33] المجموع شرح المهذب
[34] البدر المنير
[35] التلخيص الحبير 1830
[36] شرح رياض الصالحين

اَلْمُهِمُّ أنَّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ قَبَّلَا يَدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَه فَأقَرَّهُمَا عَلى ذلِكَ ، وَفِي هذَا جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ لِلْإنْسَانِ الْكَبِيْرِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ ، كَذلِكَ تَقْبِيْلُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنَ الْأبِ وَالْأمِّ وَمَا أشْبَهَ ذلِكَ لِأنَّ لَهُمَا حَقًّا ، وَهذَا مِنَ التَّوَاضُعِ [37]

'প্রকৃত কথা হলো এ দুজন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ও পায়ে চুমু খেয়েছিল এবং তিনিও এটার অনুমোদন দিয়েছিলেন। এই হাদিসে বড় মাপের মর্যাদাবান ও আলিমের হাত-পা চুমু দেয়া জায়েয সাব্যস্ত হয়। পিতা-মাতা ও অনুরূপ অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই হুকম। কারণ পিতামাতার যেমন হক রয়েছে, তেমনি এর মধ্যে বিনম্রতা নিহিত।'

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কদমবুসি

عَنِ السُّدِّيِّ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾[38]، قَالَ :غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ " :سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ، وَكَانَ يُطْعَنُ فِيهِ، قَالَ :فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ : أَبُوكَ فُلَانٌ ، فَدَعَاهُ لِأَبِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ وَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِكَ نَبِيًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَاعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ[39]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,'হে মুমিণগন, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ

---

[37] شرح رياض الصالحين ج 4 ص 451

[38] سورة المائدة 101

[39] تفسير الطبري

লাগবে।' এ আয়াত [অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে] সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত অবস্থায় খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমাদের যা খুশি প্রশ্ন করো। তোমরা যে বিষয়েই জিজ্ঞেস করবে সব পরিষ্কার বলে দেবো। তখন কুরাইশ বংশের বনু সাহাম গোত্রের আবদুল্লাহ বিন হুযাফা নামক ব্যক্তি, যার পিতৃ পরিচয় নিয়ে কানাঘুষা চলছিলো,তিনি জিজ্ঞেস করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার পিতা কে? বললেন, তোমার পিতা অমুক। তাকে পিতৃপরিচয়ে ডাকলেন। এসময় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়ালেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কদম মুবারকে চুমু দিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ আমাদের রব, আপনি আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের পথ প্রদর্শক, এবিষয়ে আমরা পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। রাসূলুল্লাহ সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি সরলেন না।[40]

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াফদে আব্দুল কায়েস এর কদমবুসি

ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ (২০২-২৭৫ হিজরি) সুনান আবু দাউদ কিতাবে একটি পরিচ্ছদের শিরোনাম করেছেন بَابُ قُبْلَةِ الرِّجْلِ বা পদচুম্বন পরিচ্ছেদ। সেখানে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন-

[40] তাফসীরে তাবারী ১১ : ১০২-৩

حَدَّثَتْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ جَدِّهَا، زَارِعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ :لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ[41]

উম্ম আবান বিনতে ওয়াযি বিন যারি, তাঁর দাদা যারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। যারি ওয়াফদে আব্দুল কায়েস এ ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘বলেন,আমরা মদীনায় পৌঁছলে তড়িঘড়ি করে নিজ নিজ বাহন থেকে নামলাম। অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’র হাত ও পায়ে চুম্বন করলাম। (সুনান আবু দাউদ খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৬৩)।

এই হাদিস সম্পর্কে আলবানি বলেন,

ضَعِيْفُ الإِسْنَادِ ، أُمُّ أَبَانَ مَجْهُوْلَةٌ[42]

‘সনদ দূর্বল। উম্ম আবান মাজহুল বা অজ্ঞাত রাবী।’

قُلْتُ: لَمْ يُنْصِفِ الأَلْبَانِيُّ ، أُمُّ أَبَانَ لَيْسَتْ مَجْهُوْلَةً ، قَالَ الحَافِظُ: أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ ابْنِ الزَّارِعِ مَقْبُوْلَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ بخ د[43] وَقَالَ المِزِّيُّ: أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ. حَدِيْثُهَا فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ. رَوَتْ عَنْ :جَدِّهَا زَارِعِ بْنِ عَامِرٍ الْعَبْدِيِّ ، وَقِيْلَ: عَنْ أَبِيْهَا، عَنْ جَدِّهَا. رَوَى عَنْهَا :مَطَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَعْنَقِ ، رَوَى لَهَا الْبُخَارِيُّ فِي "الْأَدَبِ"، وَفِي "أَفْعَالِ الْعِبَادِ"، وَأَبُوْ دَاودَ، وَقَدْ كَتَبْنَا حَدِيْثَهَا فِي تَرْجَمَةِ جَدِّهَا زَارِعٍ[44]

قَالَ السَّيِّدُ الغِمَارِيُّ: حَسَّنَه الحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَر وَجَوَّدَه الحَافِظُ[45]

আমি বলি, আলবানি এখানে ইনসাফ করেননি। উম্ম আবান মাজহুল রাবি ছিলেন না। হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি

---

[41] سنن أبي داود ، أبواب النوم باب في قبلة الرجل ، 5225
-الرخصة في تقبيل اليد ، حديث 20
-الأدب المفرد للبخاري ، حديث 975

[42] الأدب المفرد ، تحقيق الألباني

[43] تقريب التهذيب ، الكنى من النساء 8700

[44] تهذيب الكمال رقم 7947 ج 35 ص 326

[45] إعلام النبيل بجواز التقبيل ص 10

বলেন, ‘উম্ম আবান বিনত ওয়াযি ইবন যারি একজন গ্রহণযোগ্য রাবি। ইমাম বুখারি আল আদাবুল মুফরাদে তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন চতুর্থ স্তরের রাবি। মিযযি বলেছেন, ‘উম্ম আবান বিনত ওয়াযি ইবন যারি এর হাদিসগুলো বসরাবাসীর মধ্যে প্রচলিত। তিনি তাঁর দাদা যারি ইবন আমির আল আবদি থেকে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে। তাঁর থেকে মাতার ইবন আব্দুর রহমান আল আনাক বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা বুখারি আল আদাবুল মুফরাদ এবং আফআলুল ইবাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন। আমরা তার হাদিস তার দাদা যারি এর জীবনীতে উল্লেখ করেছি। সায়্যিদ আল গুম্মারি বলেছেন, এ হাদিসটিকে ইবন আবদিল বার হাসান এবং ইবন হাজার জায়্যিদ বা উত্তম সনদের বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমির ইবনে তুফাইল এর কদমবুসি করার হাদিস

ইমাম আবূ বকর ইবনুল মুকরি [46] বর্ণনা করেন,

أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : يَا عَامِرُ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ،قَالَ :وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَا أُسْلِمُ حَتَّى تُعْطِيَنِي الْمَدَرَ وَأَعِنَّةَ الْخَيْلِ وَالْوَبَرَ وَالْعَمُودَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا تُصِيبُ يَا عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ وَاحِدًا مِنْهُمْ حَتَّى تُسْلِمَ ، قَالَ :وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، لَأَمْلَأَنَّ أَكْنَافَهَا عَلَيْكَ خَيْلًا وَرِجَالًا، وَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، ثُمَّ لَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺفَأَرْسَلَ خِطَامَ نَاقَتِهِ وَطَرَحَ السِّلَاحَ وَأَقْبَلَ يَتَعَادَى، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺفَقَبَّلَ قَدَمَيْهِ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آمَنْتُ بِكَ وَبِمَا

---

[46] أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ (المتوفى: 381هـ)

أُنْزِلَ عَلَيْكَ ، وَعَقَدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺاللِّوَاءَ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺالسَّيْفَ، وَقَاتَلَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ[47]

আমির ইবন তুফায়ল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'আমির। ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে।' সে বলল, 'লাত ও উযযার কসম! যতক্ষণ আপনি আমাকে ঘর-বাড়ি, অশ্বপাল, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি না দিচ্ছেন, আমি মুসলমান হবো না। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমির ইবন তুফায়ল। ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি সেগুলোর কিছুই পাবে না। সে বলল, 'লাত ও উযযার কসম। আপনার বিরুদ্ধেই তাহলে আমি অনেক যোদ্ধা আর ঘোড়াকে একত্রিত করে ফেলবো। সে আরও অনেক কথা বললো। এরপর সে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণ করতে লাগলো। এমনকি নিজের উটনীর লাগাম আর অস্ত্র ফেলে দিয়ে দ্রুত তাঁর সামনে চলে এসে তাঁর দুপায়ে চুমু খেলো। বলল, 'আমি সাক্ষ্য দেই আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল। আপনার উপর আর আপনার যা নাযিল হয়েছে, তার উপর আমি ঈমান আনলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমিরের জন্য একটি পাতাকা বানিয়ে দিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতে মুসলমান হলেন। তিনি আমিরকে একটি তরবারি দিলেন। এরপর তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সামনে যুদ্ধ করেছিলেন।

আল্লাহর রাসূলকে সাহাবী আবূ বাজ্জাহর কদমবুসি করার হাদিস

عَنْ أَبِي بَزَّةَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ مَوْلَايَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ[48]

---

[47] الرخصة في تقبيل اليد حديث 14 ص 74

[48] আর রুখসাহ, হাদিস ২৪, পৃষ্ঠা ৮৯।

আবূ বাজ্জাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মনিব আবদুল্লাহ বিন সাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খিদমতে উপস্থিত হলাম। কাছাকাছি গিয়ে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাত, মাথা এবং কদম মুবারকে চুম্বন করলাম ।

সাহাবী কাব ইবনে মালিকের কদমবুসি করার হাদিস

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ تَوْبَتِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْتُ يَدَهُ وَرُكْبَتَيْهِ[49]

আব্দুর রহমান ইবন কাব ইবন মালিক তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আমার তাওবা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হবার পর আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম এবং তাঁর হাত ও দু'হাটুতে চুমু খেলাম।'

আল্লাহর রাসূলকে জনৈক বেদুইনের কদমবুসি করার হাদিস

বুরাইদাহ থেকে বর্ণিতঃ

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَأَرِنِي شَيْئًا أَزْدَدْ بِهِ يَقِينًا، قَالَ : مَا الَّذِي تُرِيدُ؟ قَالَ: ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَلْتَأْتِكَ، قَالَ: اذْهَبْ فَادْعُهَا قَالَ :فَأَتَاهَا الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ: أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :فَمَالَتْ عَلَى جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقَهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَنْ عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا مُغْبَرَّةً، فَقَالَتْ :عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ :فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: حَسْبِي حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ فَحَامَتْ عَلَى عُرُوقِهَا وَفُرُوعِهَا كَمَا كَانَتْ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَكَ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، فَقَالَ : لَا

- উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবা খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ২৯

[49] الرخصة في تقبيل اليد ، حديث 1

- أدب الاملاء والاستملاء المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (المتوفى: 562هـ) ص 139

يَسْجُدُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ، وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ تَسْجُدُ لِزَوْجِهَا؛ لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا[50]
قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [51]

হযরত বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি ইসলাম গ্রহন করেছি। আমাকে এমন কোন মুজিযা দেখান যাতে আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়।' নবীজি তাকে বললেন, 'তুমি কী দেখতে চাও ?' গ্রাম্য লোকটি বলেন,'ঐ গাছটিকে ডেকে আনুন।' নবীজি বললেন, তুমি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি গাছের কাছাকাছি গিয়ে বললেন,'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দাও। সাথে সাথে গাছটি দুই পাশ মোচড় দিয়ে শেকড় উপড়ে নবীজির খিদমতে এসে আরজ করলো,'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।' গ্রাম্য লোকটি বললেন, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। এবার নবীজি গাছটিকে বললেন, ফিরে যাও। গাছটি ফিরে গিয়ে ডালপালা ও শেকড় সমেত স্বস্থানে প্রতিস্থাপিত হয়ে গেলো। এবার লোকটি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে অনুমতি দিন আপনার মাথা এবং পা মুবারকে চুমু দেবো। (অনুমতি পেয়ে) তিনি তাই করলেন। আবারো বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অনুমতি দিন আমি আপনাকে সিজদা করবো। নবীজি বললেন, না কেউ কাউকে সিজদা করবে না। কাউকে আমি সিজদার অনুমতি দিলে একজন নারীকে তার স্বামীকে করার অনুমতি দিতাম তার উপর তার স্বামীর বিরাট

---

[50] الرخصة في تقبيل اليد ، حديث 5
[51] المستدرك 7326 قال الذهبي واه

অধিকারের কারণে।' ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদিসটির সনদ সহিহ হলেও ইমাম বুখারি ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেননি।[52]

আল্লাহর রাসূলকে আদ্দাস নিনবির কদমবুসি করার হাদিস

আবূ নাঈম বর্ণনা করেন,

عَدَّاسٌ النِّينَوِيُّ مَوْلَى عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسِيلُ عَقِبَاهُ دَمًا مِمَّا لَقِيَ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَبَلَّغَهُ رِسَالَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَخْبَرَهُ بِبَعْضِ شَأْنِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، وَكَانَ عَدَّاسٌ نَصْرَانِيًّا، فَخَرَّ عَدَّاسٌ سَاجِدًا، وَجَعَلَ يُقَبِّلُ قَدَمَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَسِيلَانِ دَمًا، فَعَاتَبَهُ مَوْلَيَاهُ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ، فَقَالَ :هَذَا رَجُلٌ صَالِحٌ، أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَرَفْتُهُ مِنْ شَأْنِ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ إِلَيْنَا يُدْعَى يُونُسَ بْنَ مَتَّى، فَضَحِكَا بِهِ، وَقَالَا لَهُ :إِنَّهُ رَجُلٌ خَدَّاعٌ، لَا يَفْتِنْكَ عَنْ نَصْرَانِيَّتِكَ[53]

'আদ্দাস আন নিনাভি ছিলেন রাবিয়ার ছেলের উতবা এবং শাইবার দাস। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আদ্দাসের দেখা হয়েছিল তায়েফে।নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পা থেকে তখন তায়েফবাসীর আঘাতে রক্ত ঝরছিলো। এ সময় তিনি আদ্দাসকে ইউনুস ইবন মাত্তা আলাইহিস সালামের কিছু কথা জানিয়েছিলেন।আদ্দাস ছিলেন খ্রিস্টান। তাঁর কথা শুনে আদ্দাস সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রক্ত ঝরতে থাকা পায়ে চুমু দিচ্ছিলেন। আদ্দাসকে তখন তার মনিব দুজন তিরস্কার করলো। আদ্দাস বললেন, 'ইনি একজন নেককার মানুষ। আল্লাহ আমাদের কাছে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, এমন একজন মানুষ ইউনুস ইবন মাত্তা সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু কথা জানিয়েছেন। আদ্দাসের কথা শুনে

---

[52] আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন ৭৩২৬। যাহাবি বলেছেন জাল

[53] معرفة الصحابة لأبي نعيم ، 5615 ، الأسماء باب العين عداس النينوي مولى عتبة وشيبة ابني ربيعة ج 4 ص 262

উতবা, শায়বা দুজনেই হাসতে লাগলো। বলল, 'ইনি তো একজন প্রতারক। দেখো তোমাকে না আবার খ্রিস্টান ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে না ফেলেন।'

মূসা ইবনে উকবা, ইবনে হিশাম,ইবনুল আসির এবং ইবনে কাসীর প্রমুখের বর্ণনা নিম্নরূপ:

فَأَلْجَئُوْهُ إِلَى حَائِطٍ لِعُتْبَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَيْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَهُمَا فِيهِ، فَعَمَدَ إِلَى ظِلِّ حُبْلَةٍ، فَجَلَسَ فِيهِ، وَابْنَا رَبِيعَةَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ، وَيَرَيَانِ مَا يَلْقَى مِنْ سُفَهَاءِ أَهْلِ الطَّائِفِ، فَتَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا، فَدَعَوَا غُلامًا لَهُمَا نَصْرَانِيًّا، يُقَالُ لَهُ :عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ :خُذْ قِطْفًا مِنْ هَذَا الْعِنَبِ، فَضَعْهُ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ الرَّجُلِ، فَفَعَلَ عَدَّاسٌ، وَأَقْبَلَ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ :كُلْ، فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، قَالَ " :بِسْمِ اللَّهِ" ، ثُمَّ أَكَلَ، فَنَظَرَ عَدَّاسٌ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ :وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكَلامَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلادِ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبِلادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ؟ وَمَا دِينُكَ؟" ، قَالَ :نَصْرَانِيٌّ مِنْ أَهْلِ نِينَوَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " :مِنْ أَهْلِ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَّى" ، قَالَ عَدَّاسٌ :وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُونُسُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : ذَاكَ أَخِي، كَانَ نَبِيًّا، وَأَنَا نَبِيٌّ" ، فَأَكَبَّ عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، قَالَ :يَقُولُ ابْنَا رَبِيعَةَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَمَّا غُلامُكَ فَقَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْكَ، فَلَمَّا جَاءَهُمَا عَدَّاسٌ، قَالَا لَهُ :وَيْلَكَ يَا عَدَّاسُ! مَا لَكَ تُقَبِّلُ يَدَيْ هَذَا الرَّجُلِ وَرَأْسَهُ! قَالَ: يَا سَيِّدِي، مَا فِي الأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، قَالَا :وَيْحَكَ يَا عَدَّاسُ! لا يَصْرِفَنَّكَ عَنْ دِينِكَ، فَإِنَّ دِينَكَ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ[54]

[54] أسد الغابة في معرفة الصحابة ، عداس 3603 ،
-السيرة النبوية لابن كثير ج 2 ص 151
-المغازي لموسى بن عقبة 87
-السيرة النبوية لابن هشام ج 2 ص 69
-الإصابة لابن حجر ، ترجمة 5484

‘এরপর তিনি একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন।বাগানটা ছিল রাবিয়া ইবন আবদে শামসের দুছেলে উতবা এবং শায়বার। তারা তখন বাগানেই ছিল। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আঙুর গাছের ছায়ায় সরে এসে বসলেন। রাবিয়ার দুছেলে তখন তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে আর মূর্খ তায়েফবাসীরা তাঁকে যেভাবে আহত করেছে, তা দেখছিলো। তাদের মনে তখন দয়া হলো। তারা আদ্দাস নামের তাদের এক খ্রিস্টান দাসকে ডেকে বললো, ‘এই একছড়া আঙুর নিয়ে ঐ মানুষটির সামনে রাখো। আদ্দাস তাই করলেন। তিনি একেবারে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আঙুর রেখে বললেন, ‘খান।’ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুরে হাত রাখার সময় বিসমিল্লাহ বলে খেলেন। আদ্দাস তাঁর রেচারার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর কসম। এই শহরবাসীরা এমন কথা বলে না।’ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘আদ্দাস! তুমি কোন শহরের বাসিন্দা? তুমি কোন ধর্মের?’ আদ্দাস বললেন, ‘আমি নিনাওয়া এলাকার খ্রিস্টান।’ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নেককার মানুষ (নবি) ইউনুস ইবন মাত্তার এলাকার। আদ্দাস বললেন, ‘ইউনুস আলাইহিস সালামের পরিচয় আপনাকে কে জানালো?’ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘তিনি আমার ভাই। তিনি নবি ছিলেন। আমিও নবি।’ তখন আদ্দাস উপুড় হয়ে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা, দুহাত ও দুপা চুমু খেলেন। রাবী বলেন, এদিকে রাবিয়ার দু’ছেলে একজন আরেকজনকে বলল, ‘তোমার গোলমকে দেখো ঐ মানুষটি বিগড়ে দিয়েছেন।’ আদ্দাস তাদের কাছে আসার পর তারা বলল,

'তোমার ধ্বংস হোক। ঐ মানুষটির মাথা আর হাতে চুমু খেলে কেন?' আদ্দাস বললেন, 'মনিব। এই পৃথিবীতে এই মানুষটির চেয়ে উত্তম কেউ নেই।' কিন্তু তারা বলল, 'আদ্দাস। তোমার ধ্বংস হোক। তিনি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারেন। তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।'

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনৈক মহিলার কদমবুসি করার হাদিস

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَهُ فَعَرَضَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمَعِيَ زَوْجٌ لِي فِي بَيْتِي مِثْلُ الْمَرْأَةِ .فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْعِي زَوْجَكِ ، فَدَعَتْهُ وَكَانَ خَرَّازًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُ امْرَأَتُكَ يَا عَبْدَ اللهِ؟ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :وَالَّذِي أَكْرَمَكَ مَا جَفَّ رَأْسِي مِنْهَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ :مَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي الشَّهْرِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُبْغِضِيهِ؟ ، قَالَتْ :نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْنُيَا رُءُوسَكُمَا ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى جَبْهَةِ زَوْجِهَا، ثُمَّ قَالَ : اللهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَهُمَا وَحَبِّبْ أَحَدَهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ النَّمَطِ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَطَلَعَتِ الْمَرْأَةُ تَحْمِلُ أَدَمًا عَلَى رَأْسِهَا، فَلَمَّا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَحَتْ وَأَقْبَلَتْ فَقَبَّلَتْ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ أَنْتِ وَزَوْجُكِ؟ فَقَالَتْ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ مَا طَارِفٌ وَلَا تَالِدٌ وَلَا وَالِدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ[55]

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে

---

[55] دلائل النبوة للبيهقي ، الشمائل ونحوها باب ما جاء في دعائه لزوجين أحدهما يبغض الآخر بالألفة، واستجابة الله دعاءه فيهما ج 6 ص 228

একজন মহিলা সামনে এসে আরজ করলেন , আমি একজন সম্মানিতা মুসলিম নারী; আমার ঘরে স্বামী আছেন। তবে তিনি নারীদের মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার স্বামীরে ডেকে নিয়ে এসো। মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে আসলেন। তিনি চামড়াজাত পন্যের ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,‘হে আল্লাহর বান্দা ! তোমার স্ত্রী এসব কী বলছে?’ লোকটি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সন্মানিত করেছেন তাঁর শপথ ! আমার মাথা তো শুকায় না। মহিলা তাৎক্ষণিক বললেন, তা মাসে একবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি তোমার স্বামীর প্রতি রেগে আছো ? বললেন, হ্যাঁ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উভয়ের মাথা কাছাকাছি করো। এবার স্বামীর কপালে স্ত্রীর কপাল লাগিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! এদের উভয়ের বন্ধন মজবুত করে দাও, পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। (পরবর্তীতে) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে বিছানাপত্রের মার্কেটের দিকে রওয়ানা দিলেন। ঐ মহিলা মাথায় সওদাপাতি নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে মাথার বোঝা নামিয়ে তড়িঘড়ি করে সামনে এসে কদমবুসি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো তুমি? জবাবে বললেন, যে সত্তা আপনাকে সন্মানিত করেছেন ,তাঁর শপথ ! এখন আমার কাছে স্বামীর চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল।

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল।[56]

ইবনুল মুলাক্কিন রাহিমাহুল্লাহর অভিমত

ثمَّ اعْلَمْ أَنَّ الرَّافِعِيَّ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الحَدِيْثِ عَلَى أَنه لَا يُكْرَهُ التَّعْظِيمُ بِالتَّقْبِيْلِ لِزُهْدٍ أَو عِلْمٍ وَكِبَرِ سِنٍّ، وَيُغْنِي عَنْهُ فِي الدَّلَالَةِ أَحَادِيْثُ مِنْهَا حَدِيْثُ زَارِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْس قَالَ: فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَبَّلْنَا يَدَه، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةٍ قَالَ : فَدَنَوْنَا – يَعْنِي مِنَ النَّبِي – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم – فَقَبَّلْنَا يَدَه وَرِجْلَه رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا، وَمِنْهَا حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِه: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ إِلَى قَوْله : فَقَبَّلُوْا يَدَه وَرِجْلَه، وَقَالَا :نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَه بِأَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ [57]

'জেনে রাখুন। রায়েঈ এই হাদিস দ্বারা দলীল দেন যে, কোন যাহিদ, আলিম ও বয়োবৃদ্ধ মানুষকে তাজীম করার করার জন্য চুমু দেয়া মাকরুহ হবে না। চুমু দেয়া জায়েয হবার ব্যাপারে আরও অনেক হাদিস আছে। সেজন্য দলিল নিতে এটার প্রয়োজন পড়ে না। যেমন যারি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস। তিনি আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা মদীনায় পৌঁছলে তড়িঘড়ি করে নিজ নিজ বাহন থেকে নামলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ও পায়ে চুম্বন করলাম।' আবু দাউদ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আরেকটি দলিল হলো, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘটনায় বলেছেন, 'এরপর আমরা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে

---

[56] দালাইলুন নুবুওয়াহ, খণ্ড ৬ পৃষ্ঠা ২২৮-২৯

[57] البدر المنير

এসে তাঁর হাতে ও পায়ে চুমু খেলাম।' এ হাদিসটিও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। সাফওয়ান ইবন আসসাল আল মারাদির হাদিস আরেকটি দলিল। তিনি বলেছেন, 'এক ইহুদি তার সঙ্গীকে বলেছিল, চলো এই নবির কাছে যাই।' এরপর তারা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সুস্পষ্ট নয়টি নিদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল।' এই হাদিসটি বর্ণনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'এরপর তারা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ও পা চুম্বন করলেন। বললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রাসুল।' এই হাদিসটি সহিহ সনদে তিরমিযি, নাসাঈ, ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ইবন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর অভিমত

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، قُلْتُ حَدِيْثُ بْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَابْنُ الْمُقْرِئِ ، وَحَدِيْثُ كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ أَخْرَجَه ابْنُ الْمُقْرِئِ وَحَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَه الطَّبَرِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِئِ وَحَدِيْثُ صَفْوَانَ أَخْرَجَه أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ الْمُقْرِئِ جُزْءًا فِي تَقْبِيْلِ الْيَدِ سَمِعْنَاهُ أَوْرَدَ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَآثَارًا فَمِنْ جَيِّدِهَا حَدِيثُ الزَّارِعِ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَمِنْ حَدِيثِ مَزِيدَةَ الْعَصَرِيِّ مِثْلُهُ وَمِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ يَدَهُ وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ فَأَذِنَ لَهُ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ أَخْرَجَ لَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيْرٍ فَقُمْنَا

إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا وَعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ أَنَسٍ وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا قَبَّلَ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلِه وَأخرَجَه ابْنُ الْمُقْرِئِ وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى نَاوِلْنِي يَدَكَ الَّتِي بَايَعْتَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلَنِيهَا فَقَبَّلْتُهَا قَالَ النَّوَوِيُّ تَقْبِيْلُ يَدِ الرَّجُلِ لِزُهْدِهِ وَصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفِهِ أَوْ صِيَانَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ فَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ أَوْ شَوْكَتِهِ أَوْ جَاهِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي لَا يَجُوْزُ[58]

‘তাঁরা দুজন ইয়াহুদি এরপর তাঁর হাত ও পা চুমু দিল।’ তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। ইবন উমরের হাদিসটি বুখারি আল আদাবুল মুফরাদে এবং আবু দাউদ [সুনানে] বর্ণনা করেছেন। আবু লুবাবার হাদিসটি ইবনুল মুকরি ও বায়হাকি দালায়েলুন নুবুয়য়াতে বর্ণনা করেছেন। আবু উবায়দার হাদিস সুফয়ান তার জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবন আব্বাসের হাদিসটি তাবারি ও ইবনুল মুকরি বর্ণনা করেছেন। সুফয়ানের হাদিসটিও ইবন মাজাহ ও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন এবং হাকিম সহিহ বলেছেন। হাফিজ আবু বকর ইবনুল মুকরি হাতে চুমু দেয়া নিয়ে আলাদা একটি পুস্তিকাও সংকলন করেছেন। আমি সেটা শুনেছি। তিনি সেখানে অনেক হাদিস ও আছার জড়ো করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সনদের হাদিস হলো, আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দলের যারি আল আবদির হাদিস। তিনি বলেন,‘এরপর আমরা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর হাতে ও পায়ে চুমু খেলাম।’ আবু দাউদ এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মাযিদাহ আল আসারির হাদিসও অনুরূপ। আরেকটি হাদিস উসামা ইবন শারিক এর। তিনি বলেন, আমরা মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

[58] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 11 ص 57

কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমু খেলাম। এর সনদ শক্তিশালী। জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আরেকটি হাদিস রয়েছে। তিনি বলেন, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমু দিলেন। বুরাইদার হাদিসে বেদুঈন ও বৃক্ষের ঘটনায় আছে, বেদুঈন বলেছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমাকে আপনার মাথায় ও পায়ে চুমু দেয়ার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন। আদাবুল মুফরাদে ইমাম বুখারি আব্দুর রহমান ইবন রাযিনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সালামা ইবনুল আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমদের সামনে তার হৃষ্টপুষ্ট এক হাতের তালু বের করলেন, যা ছিল উটের পাঞ্জার মত। আমরা উঠে তার নিকট গিয়ে তাতে চুমা দিলাম।' সাবিতের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে চুমু দিয়েছিলেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাত ও পায়ে চুমু দিয়েছিলেন। ইবনুল মুকরিও এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু মালিক আল আশজাঈর সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন, আবু মালিক বলেন, আমি ইবন আবি আওফাকে বললাম, 'আপনার সেই হাত বাড়িয়ে দিন, যে হাতে আপনি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত করেছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দেয়ার পর আমি তাতে চুমু খেলাম। ইমাম নববি বলেন, 'কারও যুহদ অথবা সৎকর্মপরায়ণতা অথবা জ্ঞান অথবা মর্যাদা অথবা পবিত্রতা অথবা অনুরূপ দ্বীনী কারণে তার হাতে চুমু দেওয়া মাকরুহ নয়, বরং মুসতাহাব। কিন্তু কারও ধনাঢ্যতা অথবা কর্তৃত্ব-ক্ষমতা অথবা দুনিয়াবাসীদের কাছে সম্মানের জন্য তাকে চুমু দেয়া হলে

সেটা মারাত্মক স্তরের মাকরুহ। আবু সাঈদ আল মুতাওয়াল্লি বলেছেন, জায়েযই নয়।'

হযরত আলী কর্তৃক আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)কে কদমবুসি

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَهُ وَيَقُولُ : يَا عَمِّ، ارْضَ عَنِّي[59]

আবু সালিহ যাকওয়ান থেকে বর্ণিত, তিনি আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তিপাপ্ত দাস সুহায়ব থেকে বর্ননা করেছেন, 'আমি দেখলাম আলি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাত ও পায়ে চুমু দিচ্ছেন এবং বলছেন, 'চাচা! আমার উপর সন্তুষ্ট হোন।'

আলবানি বলেন,

ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ مَوْقُوْفٌ ، صُهَيْبٌ وَهُوَ مَوْلى الْعَبَّاسِ لَا يُعْرَفُ [60]

হাদিসটির সনদ দূর্বল এবং হাদিসটি মাওকুফ। আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দাস সুহায়ব অজ্ঞাত ব্যক্তিত্ব।

আমার মত হল,

لَمْ يُنْصِفْ ، صُهَيْبٌ مَعْرُوْفٌ وَلَيْسَ بِمَجْهُوْلٍ ، قَالَ الحَافِظُ: صُهَيْبٌ مَوْلَى الْعَبَّاسِ وَيُقَالُ لَه صُهْبَانَ بِضَمٍّ أَوَّلِه صَدُوْقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ بخ[61]

قَالَ الغِمَارِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ[62]

'আলবানি এখানে ইনসাফ করেননি। সুহায়ব পরিচিত ব্যক্তিত্ব, অজ্ঞাত নন। ইবন হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সুহাইব ছিলেন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। প্রথম বর্ণে যবর যোগে তাঁকে সুহবানও বলা হতো। তিনি অত্যন্ত

---

[59]الأدب المفرد للبخاري 976
- الرخصة في تقبيل اليد ، حديث 13 ، 15

[60] ضعيف الأدب المفرد 976

[61] تقريب التهذيب 2955 (في بعض النسخ 2971)

[62] إعلام النبيل بجواز التقبيل ص 19

সত্যবাদি ছিলেন।’ বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে উনার সুত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি তৃতীয় স্তরের একজন রাবি। গিমারি বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহিহ।

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরঃ

ইমাম আবূ হানিফার অন্যতম উস্তাজ, সিহাহ সিত্তার বিশিষ্ট রাবি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ’র মাতৃভক্তি সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন,

وَرَوَى: جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ:
أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لِأُمِّهِ: قُوْمِي ضَعِي قَدَمَكِ عَلَى خَدِّي

জাফর ইবন সুলায়মান বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির মাটিতে গাল পেতে দিয়ে তার মাকে বলতেন, আপনার পা আমার গালের উপর রাখুন।’[63]

হাদিসঃ মায়ের কদমবুসি যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুম্বন

যদিও সনদ ছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে তবুও উম্মাহর প্রখ্যাত ইমামগণ উল্লেখ করেছেন বিধায় আমরাও উল্লেখ করছি। ইমাম সারাখছি, ইমাম জাইলাঈ এবং ইমাম শামী তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّه فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْجَنَّةِ

রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে তার মায়ের কদমবুসি করল সে যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুম্বন করল। [64]

যে মায়ের কদমবুসি করল সে যেন কাবার চৌকাঠে চুম্বন করল مَنْ قَبَّلَ رِجْلَ أُمِّه فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْكَعْبَةِ এই মর্মে সনদ ছাড়া একটি

---

[63] সিয়ার আ’লামিন নুবালা, (১৬৩) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ৫/৩৫৩

[64] আল-মাবসূত / সারাখসী ১০/১৫০। তাবয়ীনুল হাকাইক / জাইলাঈ ৬/১৯। শামী ৬/৩৬৮।

হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে নুযহাতুল মাজালিস কিতাবে সিরআ'তুল ইসলাম কিতাবের রেফারেন্সে।

সুফয়ান ইবনে উয়াইনা এবং ফুদ্বাইল ইবনে ইয়াদের কদমবুসি

وَقَبَّلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ أَحَدُهُمَا يَدَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ وَالْآخَرُ رِجْلَهُ[65]

'সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ (হাদীসের বিখ্যাত ইমাম) ও ফুদাইল বিন ইয়াদ (তাসাউফের বিখ্যাত ইমাম) হুসাইন বিন আলী আল জু'ফিকে চুমু দিয়েছিলেন। তাঁদের একজন দিয়েছিলেন তাঁর হাতে এবং অন্যজন তাঁর পায়ে '

মায়ের কদমবুসির হাদিস

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ :أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ : وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ : ارْجِعْ فَبَرَّهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ : وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : فَارْجِعْ إِلَيْهَا فَبَرَّهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَ : وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : وَيْحَكَ، الْزَمْ رِجْلَهَا، فَثَمَّ الْجَنَّةُ[66] صَحِيْحٌ

মুয়াবিয়া ইবন জাহিমা আস সুলামি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আখিরাতে [কামিয়াবের] উদ্দেশে আপনার সাথে আমি জিহাদে যেতে চাই।' তিনি বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! তোমার মা না বেঁচে আছে?' তিনি বললেন,

---

[65] الآداب الشرعية لابن مفلح ، فصل في سنة المصافحة بين الرجال والنساء وما قيل في التقبيل والمعانقة ، ج 2 ص 259

[66] سنن ابن ماجه 2781 كتاب الجهاد باب الرجل يغزو وله أبواق

'হ্যাঁ। ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তিনি বললেন, 'যাও। তাঁর সাথে ভালো আচরণ করো।' আমি এরপর আবার তাঁর সামনে এসে বললাম , 'ইয়া রাসুলাল্লাহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আখিরাতে [কামিয়াবের] উদ্দেশে আপনার সাথে আমি জিহাদে যেতে চাই।' তিনি বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! তোমার মা না বেঁচে আছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। ইয়া রাসুলাল্লাহ!' তিনি বললেন,'তোমার ধ্বংস হোক। তাঁর পা ধরে থাকো, জান্নাত পাবে।'[67]

ইমাম ইবন আবিদিন শামি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

ইবন আবিদিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ تَقْبِيْلُ رِجْلِهَا أَوْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ التَّوَاضُعِ لَهَا وَأُطْلِقَتِ الْجَنَّةُ عَلَى سَبَبِ دُخُولِهَا [68]

'আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। সম্ভবত এই হাদিসে মায়ের পায়ে চুমু দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অথবা এটা রূপকার্থে তাঁর প্রতি বিনয়ী আচরণ বুঝাবে। এখানে জান্নাত শব্দ তাহলে জান্নাতে প্রবেশের উপায় অর্থে ব্যবহৃত।'

আপনার দু'পায়ে আমাকে চুমু দিতে দিন

أَبُو حَامِدٍ الْأَعْمَشُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ وَجَاءَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ فَقَبَلَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ دَعْنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رِجْلَيْكَ يَا أَسْتَاذَ الْأُسْتَاذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَطَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِيْ عِلَلِه[69]

আবু হামিদ আল আমাশ বলেন, 'আমি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজকে বলতে শুনেছি, তিনি একবার মুহাম্মদ ইবন

---

[67] . এটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ।

[68] رد المحتار على الدر المختار ، كتاب الجهاد ، ج 4 ص 125

[69] هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ص 513

-تاريخ دمشق لابن عساكر ج 52 ص 68 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

-سير أعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 432 مؤسسة الرسالة

ইসমাঈলের (ইমাম বুখারি) কাছে এসে তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুমু খেলেন। বললেন, 'হে সমস্ত উসতাযের উসতায, সায়্যিদুল মুহাদ্দিসিন, হাদিসের যাবতীয় অসুস্থতায় চিকিৎসকস্বরূপ! আপনার দু'পায়ে আমাকে চুমু খেতে দিন।'

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

يُسْتَحَبُّ تَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَالزَّاهِدِ وَالْعَالِمِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَأَمَّا تَقْبِيلُ يَدِهِ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ شَدِيْدُ الْكَرَاهَةِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا يَجُوزُ فَأَشَارَ إِلَى تَحْرِيمِهِ وَتَقْبِيلُ رَأْسِهِ وَرِجْلِهِ كَيَدِهِ[70]

'কোন নেককার,যাহিদ,আলিম এবং অনুরূপ আখিরাতমুখী ব্যক্তিদের হাতে চুমু দেয়া মুসতাহাব । কিন্তু পার্থিব ধন সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দুনিয়ার খাতিরে দুনিয়াদারদের কাছে তার খ্যাতি ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে করা হলে চরম মাকরূহ হবে । ইমাম মুতাওয়াল্লি বলেছেন, এরূপ কারণে করা হলে জায়েয হবে না। তিনি এটা হারাম হবার দিকে ইশারা করেছেন। আর মাথায় চুমু দেয়া ও কদমবুসি করা হাতে চুমু দেয়ার মতই।।[71]

ছাত্রের কর্তব্য

ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يُبَالِغَ فِي التَّوَاضُعِ لِلْعَالِمِ وَيُذِلَّ نَفْسَهُ لَهُ قَالَ وَمِنَ التَّوَاضُعِ لِلْعَالَمِ تَقْبِيلُ يَدِهِ[72] وَكَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَقْبِيلُ رِجْلِهِ[73]

---

[70] المجموع شرح المهذب ، الجزء الرابع باب صلاة التطوع المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها ج 4 ص 536-537

[71] আল মাজমু' শারহুল মুহাযযাব , চতুর্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৩৭

[72] الآداب الشرعية لابن مفلح ، فصل في سنة المصافحة بين الرجال والنساء وما قيل في التقبيل والمعانقة ، ج 2 ص 259

[73] الآداب الشرعية لابن مفلح ، فصل في سنة المصافحة بين الرجال والنساء وما قيل في التقبيل والمعانقة ، ج 2 ص 258

`একজন তালিব তথা ছাত্রের উচিত একজন আলিমের কাছে সর্বোচ্চ বিনয় প্রকাশ করা,এমনকি তাঁর তুলনায় নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে করা। আর বিনয় প্রকাশের উপায় আলিমের হাতে চুমু দেয়া। শাফিঈ মাযহাবের দৃষ্টিতে (মাতা পিতা ও নেককার মানুষের) হাত ও মাথায় চুমু দেয়ার ন্যায় কদমবুসি করাও জায়েয।'

পরিশিষ্ট

কদমবুসি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন হাদিস নিয়ে আলোচনা করে তরুণ লেখক ও গবেষক মাওলানা আব্দুল আউয়াল হেলাল বলেন, 'বর্ণিত হাদীসের আলোকে বিভিন্ন যুগের ইমাম ও উলামায়ে কিরাম কদমবুসি শরীয়ত অনুমোদিত একটি কাজ বলে সাব্যস্ত করেছেন । এ কাজকে বিদআত বা নাজায়েয বলার সুযোগ নেই। তবে কদমবুসি নিয়ে সমাজে অনেক ভুল বুঝাবুঝি এবং বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কিছু মানুষ কদমবুসিকে পায়ে ধরে সালাম বলে অভিহিত করেন। অথচ এটা কোনোক্রমেই সঠিক নয়। সালাম এবং কদমবুসি সম্পূর্ণ পৃথক দু'টি কাজ। কদমবুসি যদিও জায়েয। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এটা সালামের সমপর্যায়ের বিষয় নয়। সালামের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদিস বুখারী মুসলিমসহ হাদিসের সব কিতাবে সংকলিত রয়েছে। এমনকি সালাম করার পদ্ধতিও হাদিসে নির্দেশিত হয়েছে । স্পষ্টতই আসসালামু আলাইকুম মুখে উচ্চারণ করতে হবে । হাত কিংবা পায়ে ধরার সাথে সালামের কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য যে, যেসকল হাদিস দ্বারা কদমবুসি বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় সেই হাদিসগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করলে স্পষ্ট হয়ে যায়,কদমবুসি সর্বাবস্থায় সবাইকে করার বিষয় নয়। বিশেষ প্রেক্ষাপটে বিশেষ ব্যক্তিগণকে করার কাজ। কদমবুসিকে

সামাজিক রেওয়াজে পরিণত করা সমীচীন নয় । বিশেষ করে মহিলাদের মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম এমন পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কদমবুসি করা শরীয়ত অনুমোদন করে না ।

মূলত: প্রান্তিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে আছে সবখানে, যা অহেতুক ঝগড়া বিবাদের জন্ম দেয়। কদমবুসির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। একপক্ষ হাদীসের আলোকে জায়েয কাজ কদমবুসিকে হিন্দু সংস্কৃতি, বিদআত ইত্যাদি বলে জোর প্রচারণা চালান; অপরদিকে আমরা যারা কদমবুসি বৈধতার পক্ষে, তারাও এটাকে বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে পরিগণিত করে নিয়েছি। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ কদমবুসি না করলে আমরা তাকে বেআদব, ওয়াহাবি ইত্যাদি বলতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। এমনকি বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে লক্ষ করা যায়, কদমবুসিকে অনেকে আকীদাগত বিষয় বলেই গণ্য করেন । কেউ কদমবুসি না করলে তার আকীদা সঠিক নয় বলেও ঘোষণা দিতে দেখা যায়। অথচ কোনক্রমেই বিষয়টি আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বিভিন্ন বিষয়ে বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির প্রান্তিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মুসলিম সমাজের ক্ষতির ফিরিস্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকবে। সচেতন কোন মুসলমানের তা কাম্য হতে পারে না।‘

মুহাম্মাদ আব্দুল আউয়াল হেলাল
লন্ডন

